দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2 8 MAR 2009

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলোর সেকাল-একাল ২

৮৭ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে সাফল্যের ধারায় ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল

ওমর ফারুক

ঢাকার পশ্চিমে শেষপ্রান্তে যে স্কুলটি অত্যন্ত সুপরিচিত সেটা হচ্ছে 'ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল'। এই স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাধীনতার পর কয়েক বছর পর্যন্ত ঢাকা বোর্ডে মেধাতালিকায় শীর্ষে অবস্থান করে। শুধু তাই নয়, তখন ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলে সন্তানকে পড়ানোই ছিল অভিভাবকদের কাছে গৌরবের ব্যাপার। এ স্কুলকে ঘিলে ঘিলে সুনামের স্বর্ণশিখরে নিয়ে এসেছেন তাদের অনেকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পৃঃ ২ কঃ ২

ধারায় ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন আহমেদ। যিনি পাকিস্তান সৃষ্টির পর অরতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের প্রথম ভূগোল বই রচনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগের বছর প্রতিষ্ঠিত হয় 'ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আরসি মজুমদার (১৯৩৯ সালে দায়িত্ব পালন করেন) এর উদ্বোধন করেন। মোগল শাসক শায়েস্তা খানের স্মৃতি বিজড়িত লালবাগ কেল্লা সংলগ্ন ও বুড়িগঙ্গার কোলঘেঁষে তৎকালীন ঢাকার মুসলিম নবাবদের সঙ্গে এক প্রকার প্রতিযোগিতা করেই হিন্দু জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় সতীশ চন্দ্র দাশ ও সুবোধ চন্দ্র দাশ তাদের বাবা-মা যথাক্রমে কৈলাশ চন্দ্র দাশ ও রাধারানী দাসের নামে নিজ বাড়িতে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন স্কুলটি। সুমহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ৮৭ বছরের ঐতিহ্য ও সাফল্যকে ধারণ করে আজও এগিয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় স্কুলটি জন্ম দিয়েছে অনেক জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞজন। যারা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছেন। ভাষাসৈনিক গাজিউল হাসান, সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার, বাংলাদেশ শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান, সাবেক বাণিজ্য সচিব সোহেল আহমদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এসএম ইমামুল হক, বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ শাহনেওয়াজ করিম, ল্যাব এইডের বিশেষজ্ঞ ডা. মঈনুল হাফিজ, ঢাবি'র বর্তমান তারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রমুখ এ স্কুলের ছাত্র।

ঢাকার তৎকালীন অভিজাত এলাকা আজিমপুরের বিষ্ণুচরণ দাশ স্ট্রিটে ছায়া-সুনিবিড় ও অত্যন্ত শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে অবস্থিত স্কুলটির গেট পেরিয়ে প্রধান ভবনে ঢুকলেই প্রধান শিক্ষকের অফিস। তার চেয়ারের পেছনে দেয়ালের সঙ্গে বড় তিনটি অনার বোর্ড। এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী সভাপতি-সহসভাপতি, সাবেক প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে মাঝখানের বোর্ডে স্কুলের সাবেক কৃতী ছাত্রদের নামে তালিকা ঝলমল করছে। নামের পাশে মেট্রিক বা এসএসসিতে কে কোন সালে কোন বিভাগ (সম্মিলিত, বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য) থেকে বোর্ডে মেধাতালিকায় কোন স্থান লাভ করেছেন তা উল্লেখ রয়েছে। প্রধান শিক্ষক আলী হোসেন সরকার বলেন, এ পর্যন্ত যে ৮৭টি ব্যাচ প্রভাকশন দিয়েছে বিদ্যালয়, এর মধ্যে সবচেয়ে সফল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ৬৯-ব্যাচ। ওই বছর জিএম নেওয়াজ টুটুল (বোর্ডে সম্মিলিত ২য়), সালাউদ্দিন খান কামাল (বোর্ডে সম্মিলিত ৩য়), খন্দকার মোবারুল আহসান খোকন (বোর্ডে সম্মিলিত ৭ম), এএসএম কামাল (বোর্ডে সম্মিলিত ১০ম) ও নুমান হায়দার চৌধুরী (বাণিজ্য শাখায় ১ম) বোর্ড স্ট্যান্ড করেন। এরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে দেশের বাইরে কেউ ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, ওমান বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। স্কুলের আরেক কৃতিমান সাবেক ছাত্র খালেক এন খান জাপানের নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের অবস্টট্রিস ও গায়নোকোলজির অধ্যাপক। ১৯৬৪ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় পাকিস্তানের মধ্যে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন ড. রিজওয়ানুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে আইডিবিতে কর্মরত আছেন।

এই স্কুলের সাবেক ছাত্রদের একটি সংগঠন হচ্ছে 'ওয়েস্ট এন্ড-৭১'। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেসব ছাত্র মেট্রিক পরীক্ষা দিতে পারেনি, দেশ স্বাধীনের পর তারা বাহাত্তর সালে মেট্রিক পরীক্ষা দেয়। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধকে অম্লান করে রাখার জন্যই ওয়েস্ট এন্ড-৭১' সংগঠন করা হয়। সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা সাংবাদিক সৈয়দ শাহনেওয়াজ করিম জানান, এই সংগঠনে শুধু একাত্তর সালের মেট্রিক পরীক্ষার্থীরাই সদস্য নন, বিভিন্ন সময়ে পাস করা ছাত্ররাও এখন ধীরে ধীরে এর সদস্য হচ্ছেন। প্রতি শুক্রবার এই সংগঠনটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলের বর্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। ব্রিটিশ আমলে অর্থাৎ দেড়শ' বছর আগে নির্মিত মূল ভবনসহ মোট ৫টি ভবন রয়েছে। ৫২ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১৭ জন কর্মচারী রয়েছেন সেখানে। রোভার স্কাউট, বিএনসিসি, ডিবেটিং ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব এবং লাইব্রেরি সুবিধা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তি চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে। মূল ভবনের পশ্চিম মাথায় বিষ্ণুচরণ দাশ প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি। এটির তালা দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন তাতে হাত পড়েনি কারও। অর্থাৎ ব্যবহার হয় না লাইব্রেরি। প্রধান শিক্ষক জানালেন, লাইব্রেরিয়ান নেই। বইয়ের সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। মূল ভবনটি এখনও অক্ষত এবং শক্ত থাকলেও এর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক স্থান থেকেই পলেস্তার পড়ছে খসে খসে। স্কুলের খেলার মাঠ নেই। গত ৬ মার্চ স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় লালবাগ বালুর মাঠে। আর অন্যান্য স্কুলের মত ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলেও গভর্নিং বডি ও শিক্ষকদের মধ্যে যথারীতি শক্ত দ্বন্দ্ব-প্রশিং রয়েছে, যা এই প্রতিনিধির স্কুল পরিদর্শনকালে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। মূলত স্কুলের আয়-উপার্জন অপ-বাটোয়ারা এবং উন্নয়ন কাজ নিয়েই এই দ্বন্দ্ব চলছে বলে নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন শিক্ষক জানালেন।

প্রধান শিক্ষক স্কুলের ঐতিহ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একসময়ে আরমানিটোলা সরকারী বিদ্যালয় ও গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের সঙ্গে একাডেমিক দিক থেকে এ স্কুলের প্রতিযোগিতা ও তুলনা ছিল। স্কুলের রয়েছে অনেক ঐতিহ্য। কিন্তু সেসব ক্রমিত হয়ে আসছে দিন দিন। বিশেষ করে নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় ভাটা। স্থানীয় শিক্ষিত ও আলোকিত মানুষরা রাজধানীর অন্যান্য স্থানে আবাসন স্থানান্তর ও সন্তানদের বাইরের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাল ছাত্র হ্রাস পেতে থাকে। যে পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে একটি স্কুলকে 'ভাল' বলে বিচার করা হয়, তা আর হয়ে আসছে না। বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই ব্যবসায়ীর সন্তান, যাদের অর্থ থাকলেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তবে ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষকরা হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানান প্রধান শিক্ষক।

প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা চলাকালে প্রভাতী শাখার প্রধান আয়েশা খাতুনসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক এসে উপস্থিত হন। তারা প্রায় সমস্বরে বললেন, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একজন ছাত্রছাত্রীকে তারা পরম মমতায় গড়ে তোলেন। নবম শ্রেণীতে উঠে সবচেয়ে ভালটা জাম্প করে অন্য স্কুলে। ফলে এসএসসিতে ভাল ছাত্রছাত্রীর অভাবে স্কুলের সুনামটা আর ছড়ায় না। বিষয়টা এমন যে 'পড়ি আমরা আর ফসল তুলে নেয় অন্যরা'।